গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
টোল ও এক্সেল শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০৬১.৩২.০০২.২১- ৪৫৩ তারিখঃ ০৮-০৯-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় মহাসড়কে বিভিন্ন প্রকারের পণ্যবাহী যানবাহন যেমন, ট্রেইলর, ট্রাক, লরি কাভার্ড ভ্যান ইত্যাদির চলাচল ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল পণ্যবাহী যানবাহন প্রায়শই দীর্ঘ দূরত্বে চলাচল করে। কিন্তু পথিমধ্যে এ সকল পণ্যবাহী যানবাহনের চালকদের জন্য কোন বিশ্রামাগার না থাকায় তাদেরকে একটানা দীর্ঘসময় মহাসড়কে গাড়ী চালাতে হয়, যা সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে এবং অনেক সময় মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার দেশের প্রধান মহাসড়কসমূহের পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক স্থানে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন করেছে। এ সকল বিশ্রামাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন:

(১) এ নির্দেশিকা মহাসড়ক বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১ নামে অভিহিত হবে;

(২) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে সে তারিখ হতে এ নির্দেশিকা কার্যকর হবে;

(৩) পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য স্থাপিত বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে;

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়-

(১) "অবকাঠামো" অর্থ বিশ্রামাগার কম্পাউন্ডের সীমানার ভেতর অবস্থিত যে কোন ভবন, কাঠামো, ড্রাইভওয়ে, ফুটপাত, ওয়াকওয়ে, পার্কিং এরিয়া, রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ, ড্রেন, বাগান, লন, উন্মুক্ত চত্বর, গুদাম ইত্যাদিসহ বিশ্রামাগারের নিরাপত্তা ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ইউটিলিটি, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো;

CamScanner

(২) "অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম)" অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্ধারিত ফি'র ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান;

(৩) "অপারেটর" অর্থ বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান;

(৪) "ইজারা" অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণসহ নির্ধারিত সেবামূল্য/অর্থের বিনিময়ে বিশ্রামাগারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইজারামূল্য প্রদানের শর্তে কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান;

(৫) "ইজারাদার" অর্থ বিশ্রামাগারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান;

(৬) "ইউটিলিটি শপ" অর্থ পণ্যবাহী গাড়ী চালক ও সহকারীগণের জন্য বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের নির্ধারিত স্থান;

(৭) "ওয়ার্কশপ" অর্থ প্রয়োজনে বিশ্রামাগারে আগত পণ্যবাহী যানবাহন মেরামতের জন্য বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরে অবস্থিত নির্ধারিত স্থান;

(৮) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। তবে উক্ত অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৯) "নির্ধারিত পদ্ধতি" অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি;

(১০) "বিভাগীয়" অর্থ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সেবা কার্যক্রম পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়;

(১১) "বিশ্রামাগার" অর্থ পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য স্থাপিত বিশ্রামাগার;

(১২) "বিশ্রামকক্ষ" অর্থ বিশ্রামাগারে পণ্যবাহী গাড়ী চালক ও সহকারীগণের বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত কক্ষ;

(১৩) "রেস্টুরেন্ট" অর্থ বিশ্রামাগারে পণ্যবাহী গাড়ী চালক, তাদের সহকারী এবং অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত মূল্যে খাবার পরিবেশনের জন্য নির্ধারিত স্থান;

(১৪) "শয্যা" অর্থ বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম অথবা নিদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: খাট, বিছানা, বালিশ, লেপ/কম্বল ইত্যাদি;

(১৫) "সেবা" অর্থ বিশ্রামাগারে পার্কিং সুবিধা, ওয়াশরুম ও বিশ্রামকক্ষ ব্যবহার, রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ, ইউটিলিটি শপ, ক্রীড়া ও বিনোদনসহ অন্যান্য সেবা।

CamScanner

৩। **বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলী:** বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলী হবে নিম্নরূপ:

(১) সকল প্রকার পণ্যবাহী যানবাহনের চালক ও সহকারীগণ নির্ধারিত সেবামূল্য পরিশোধের বিনিময়ে বিশ্রামাগারের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন;

(২) বিশ্রামাগারে প্রবেশের সময় গাড়ীচালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ী চালকদের সহকারী ও বিশ্রামাগারের কর্মীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করতে হবে।

(৩) কোন গাড়ীচালক, গাড়ীচালকের সহকারী বা বিশ্রামাগারের কর্মীকে কোন মহিলাসহ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না; তবে কোন পণ্যবাহী গাড়ীচলক মহিলা হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদর্শন সাপেক্ষে তাকে বিশ্রামাগারে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা যাবে;

(৪) বিশ্রামাগারে পার্কিং সুবিধা, বিশ্রামকক্ষ, রেস্টুরেন্ট, ওয়াশরুম, ওয়ার্কশপ, ইউটিলিটি শপ ও ফার্স্টএইডের ব্যবস্থাহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যাবে;

(৫) বিশ্রামাগারের কর্মীগণকে নির্ধারিত পোষাক পরিধান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সেবার নামসম্বলিত পরিচয়পত্র দৃশ্যমানভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে তবে বিশ্রামাগার এলাকায় কর্মরত সকল শ্রমিকদের শ্রম সময় ৮ ঘন্টা হবে। তাছাড়া, রাতের বেলায় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ জ্যাকেট পরিধান করে দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(৬) বিশ্রামাগার পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিশ্রামাগারে সেবা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিশ্রামাগারে পর্যাপ্ত বেড শীট মজুদ রাখা এবং তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, প্রতি বেডের জন্য ন্যূনতম ৩ সেট বেডশীট রাখতে হবে;

(৬) বিশ্রামাগারে মাদক সেবন ও জুয়া খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে;

(৭) বিশ্রামাগারে সেবাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের পর গাড়ী সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হলে অথবা কোন গাড়ীর চালক খুঁজে না পাওয়া গেলে ইজারাদার/অপারেটর তা অপসারণ করতে পারবে। নির্দিষ্ট সময় পর গাড়ী সরানো না হলে প্রতিদিনের জন্য প্রযোজ্য পার্কিং চার্জও মালিকপক্ষকে বহন করতে হবে। এক মাসের মধ্যে গাড়ীচালক বা মালিকপক্ষ যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ উক্ত গাড়ী মালামালসহ নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়পূর্বক প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এছাড়া বিশ্রামাগার এলাকা কোনভাবেই মালামাল লোডিং/আনলোডিং বা মালামাল স্ট্যাক করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না; তবে বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরে পার্কিং হারের বিনিময়ে গাড়ীর ভিতরেই ঘুমানোর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে;

(৮) সেবামূল্যের হার এবং বিভিন্ন পণ্যের বিক্রয়মূল্য সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;

(৯) সমগ্র বিশ্রামাগার কম্পাউন্ড নজরদারী ক্যামেরা/ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এর আওতায় থাকবে;

CamScanner

(১০) বিশ্রামাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত আনসার ও কর্মচারীদের থাকার জন্য জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আনসার নিয়োগের ব্যয়ভার ও বিশ্রামাগারের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিল সরকারিভাবে বহন করতে হবে;

(১১) ইজারাদার /অপারেটর প্রবেশ/বর্হিগমনের রেকর্ড সংরক্ষণ করবে। চাহিবা মাত্র এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে;

(১২) বিশ্রামাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে এনার্জি এফিসিয়েন্সি অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী কৌশল ও গ্রীন টেকনোলজির প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হবে;

(১৩) বিশ্রামাগার এলাকায় কোন ধরণের জনসভা, জমায়েত, সমাবেশ আয়োজন/অংশ গ্রহণ করা যাবে না;

(১৪) বিশ্রামাগার এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রধান কর্মকৃতি সূচক (Key Performance Indicator) নির্ধারণ করতে হবে;

(১৫) বিশ্রামাগার এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ি, পণ্য ও গাড়িচালকগণের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৬) বিশ্রামাগার এলাকায় Hazardous Materials বহনকারী যানবাহন নিজস্ব ব্যবস্থায় বিস্ফোরক অধিদপ্তর এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং পার্কিং এরিয়ায় নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করবে;

(১৭) বিশ্রামাগার এলাকায় গাড়ি প্রবেশ ও বর্হিগমনের জন্য যেন সংলগ্ন মহাসড়কে কোন ধরণের ট্রাফিক জ্যাম অথবা অন্য কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বিশ্রামাগরের প্রবেশমুখে মোট অবস্থানকারী গাড়ীর সংখ্যা ও অবশিষ্ট পার্কিং এর বিবরণ ইলেকট্রনিক বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(১৮) প্রত্যেকটি কেন্দ্রে অভিযোগ বাক্স রাখা হবে যাতে সংক্ষুব্ধ পক্ষ/ব্যক্তি লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করতে পারে;

(১৯) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে। এই স্টান্ডার্ডে ভবন, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য ভৌত সুবিধাদির জন্য উপযুক্ত Objectively Verifiable Indicator নির্ধারণ করা হবে;

(২০) কর্তৃপক্ষের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কী না তা একজন দায়িত্বপাপ্ত কর্মকর্তার (উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নীচে নয়) মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে;

(২১) পণ্য পরিবহনকারী গাড়ি চালকগণকে বিশ্রামাগার ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(২২) পার্কিং সংখ্যা সেবা গ্রহীতার চাহিদার চেয়ে কম হলে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে সেবা প্রদান করতে হবে;

CamScanner

(২৩) ইজারাদার /অপারেটর বিশ্রামাগার কম্পাউন্ডের সীমানার ভেতর অবস্থিত যে কোন ভবন, কাঠামো, ড্রাইভওয়ে, ফুটপাত, ওয়াকওয়ে, পার্কিং এরিয়া, ওয়ার্কশপ, ড্রেন, বাগান, লন, উন্মুক্ত চত্বর, গুদাম ইত্যাদিসহ বিশ্রামাগারের নিরাপত্তা ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ইউটিলিটি, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোর যে কোন ধরণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে;

(২৪) বিশ্রামাগারে প্রবেশ ও বর্হিগমনের জন্য সংযোগ সড়ক, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিশ্রামাগার এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সচল রাখাও ইজারাদার /অপারেটর এর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হবে;

(২৫) প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি করতে হবে। সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে জেলা প্রশাসন, জেলা/হাইওয়ে পুলিশ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার এর উপযুক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করতে হবে।

৪। **বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি:** নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে:

(১) ইজারা;

(২) অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম);

(৩) বিভাগীয়।

উল্লেখ্য, যে পদ্ধতিতেই বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হোক না কেন, ইজারাদার/অপারেটর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশ্রামাগারে প্রদেয় সেবাসমূহের মধ্য হতে এক বা একাধিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন সেবা প্রদানের দায়িত্ব অন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যাবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৫। **ইজারা পদ্ধতি:** ইজারা পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

(১) বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচলিত উম্মুক্ত ইজারা ডাক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

(২) সকল ক্ষেত্রে ইজারার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত অভিন্ন ডকুমেন্ট অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অভিন্ন ডকুমেন্ট হালনাগাদ করা যাবে;

(৩) ইজারা চুক্তির মেয়াদ সাধারণত ৩ (তিন) বছর হবে; তবে কর্তৃপক্ষ ইজারা চুক্তির মেয়াদ জনস্বার্থে কম-বেশী করতে পারবে;

(৪) চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার নূন্যতম ৬ মাস পূর্বে নতুন ইজারাদার নিয়োগ পক্রিয়া শুরু এবং ১ মাস পূর্বে ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে;

(৫) সেবাগ্রহীতা জরীপের মাধ্যমে সম্ভাব্য আয় নিরূপণ করে ইজারার ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে;

(৬) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

(৭) ইজারার নিরাপত্তা জামানত ১২ (বার) মাসের প্রদেয় ইজারা মূল্যের সমপরিমাণ হতে হবে;

CamScanner

(৮) ইজারার বিপরীতে প্রদেয় কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি ইজারাদার কর্তৃক প্রদেয় হবে;

(৯) সেবামূল্যের হার সংশোধন করা হলে সংশোধিত হার চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কার্যকর হবে;

(১০) ইজারাদার নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্রামাগারের বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত অর্থের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রধান প্রকৌশলী প্রতি তিন মাস অন্তর ইজারাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক একীভূত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মতামতসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৬। **অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম) পদ্ধতি:** অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম) পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

(১) অপারেটর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণত ৩ (তিন) বছরের জন্য ফি'র ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন;

(২) অপারেটর কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে সেবামূল্য আদায় করতে হবে;

(৩) সেবামূল্য হিসেবে আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;

(৪) অপারেটরকে ফি পরিশোধের সময় বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি কর্তন করা হবে এবং পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করা হবে;

(৫) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বছরে কমপক্ষে দুইবার বিশ্রামাগারে সেবাগ্রহীতা জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত আয়ের সাথে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করতে হবে;

(৬) আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী ব্যাংক কার্যদিবসে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হিসাবে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে;

(৭) সেবামূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যারসহ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সরবরাহ করবে এবং সরবরাহকৃত সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যারসহ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

(৮) অপারেটর নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্রামাগারের বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত অর্থের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রধান প্রকৌশলী প্রতি তিন মাস অন্তর ইজারাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক একীভূত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মতামতসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করবেন;

(৯) বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে অনলাইন মনিটরিং এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যার, কম্পিউটার ইত্যাদি ও জনবলসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং ইউনিট থাকবে এবং প্রয়োজনে জোন পর্যায়েও অনুরূপ মনিটরিং ইউনিট স্থাপন করা যাবে;

CamScanner

(১০) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে একই অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম মনিটর করা হবে;

(১১) অপারেশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিকল্প বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও তথ্যভান্ডার সংরক্ষণের জন্য ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। **বিভাগীয় পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

(১) কোন কারণে ইজারাদার নিয়োগ বিলম্বিত হলে অথবা নিয়োগকৃত ইজারাদার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে বিভাগীয় পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে;

(২) আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;

(৩) দৈনিক আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী কার্যদিবসে ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে।

(৪) আদায়কৃত টোলের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর একীভূত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮। **যানবাহনের শ্রেণি:** বিশ্রামাগারের পার্কিং এরিয়ায় পার্কিং এর ক্ষেত্রে পার্কিং চার্জ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পণ্যবাহী যানবাহনসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভুক্ত হবে:

পণ্যবাহী মোটরযানের শ্রেণি	পন্যবাহী মোটরযানের বর্ণনা
ক	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+তিন বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং চার বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান
খ	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং তিন এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান
গ	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+এক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান
ঘ	চার চাকার দুই এক্সেল বিশিষ্ট পণ্যবাহী যানবাহন

৯। **সেবামূল্য:** বিশ্রামাগারে পণ্যবাহী যানবাহন পার্কিং, বিশ্রামকক্ষ ও ওয়াশরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রদেয় সেবামূল্যের হার হবে নিম্নরূপ;

CamScanner

(১) পার্কিং এর ক্ষেত্রে (ওয়ার্কশপ ব্যবহারের সময়কালসহ) যানবাহনের শ্রেণি অনুযায়ী প্রথম ৫ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় পার্কিং চার্জ এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় অতিরিক্ত পার্কিং চার্জের হার হবে নিম্নরূপ;

পণ্যবাহী মোটরযানের শ্রেণি	পণ্যবাহী মোটরযানের ধরণ	পণ্যবাহী মোটরযানের বর্ণনা	সেবা ফি/রেট
ক	এক্সট্রা হেভি পণ্যবাহী মোটরযান	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমুভার+তিন বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং চার বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ১৫০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ৩০ টাকা
খ	হেভি পণ্যবাহী মোটরযান	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমুভার+দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং তিন এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ১০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ২০ টাকা
গ	মিডিয়াম পণ্যবাহী মোটরযান	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমুভার+এক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ৭৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ১৫ টাকা
ঘ	লাইট পণ্যবাহী মোটরযান	চার চাকার দুই এক্সেল বিশিষ্ট পণ্যবাহী যানবাহন	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ৫০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ১০ টাকা

(২) বিশ্রামকক্ষে ওয়াশরুম সুবিধাসহ প্রতি শয্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম ৫ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় ভাড়া এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় অতিরিক্ত ভাড়ার হার হবে নিম্নরূপ;

প্রথম ৫ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় ভাড়া (টাকায়)	পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় ভাড়া (টাকায়)
১৫০	২৫

(৩) কেবল ওয়াশরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে:

	সেবামূল্য (টাকায়)
টয়লেট	প্রতিবার ৫
গোসলখানা	প্রতিবার ১০
টয়লেট ও গোসলখানা	প্রতিবার ১৫

CamScanner

১০। স্টীকার ব্যবহার করার সুযোগ:

(১) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সরকারি যানবাহন অনুমোদিত বিশেষ স্টীকার ব্যবহার করে বিশ্রামাগারের পার্কিং ব্যবহার করতে পারবে;

১১। সেবামূল্যের হার সংশোধন/যৌক্তিকীকরণ:

(১) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে সেবামূল্যের হার সংশোধন/যৌক্তিকীকরণ করা যাবে।

(২) প্রতি ৩ বছর অন্তর সেবামূল্যের হার সংশোধন/যৌক্তিকীকরণ করতে হবে।

১২। নির্দেশিকা সংশোধন: সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এ নির্দেশিকা, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

(ফাহমিদা হক খান)
উপসচিব
ফোন: [illegible]